সংবাদ

তারিখ ... 25 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র নিয়ে প্রতারণা

• গ্রেফতার ২৩ • পিরোজপুরে প্রশ্ন ফাঁস

সংবাদ ডেস্ক

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও ভুয়া প্রশ্ন বিক্রির অভিযোগে পিরোজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়ে ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দেশের ৬১টি জেলায় প্রায় ১০ লাখ ৪৫ হাজার ৯৩২ জন চাকরিপ্রত্যাশী এ পরীক্ষায় অংশ নেন। বৃহস্পতিবার রাতে ও শুক্রবার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়।

পিরোজপুরে সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ কেন্দ্রের হল সুপার ও কলেজ অধ্যক্ষ গণেশ চন্দ্র অধিকারী জানান, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে দুই পরীক্ষার্থী সুমিতা রানী সমাদ্দার ও সোনিয়া আক্তারকে বহিষ্কার করে পুলিশে দেয়া হয়েছে। এদিকে দেশব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছে ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি প্রতারকচক্র। কম্পোজের পাশাপাশি অনেক উপজেলায় মোবাইল ফোনেও ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস করে প্রতারকচক্র হাতিয়ে নিয়েছে কয়েক লাখ টাকা।

শিক্ষা অধিদফতরের উপপরিচালক (সংস্থাপন) মো. ফসিউল্লাহ জানিয়েছেন, সারাদেশে পরীক্ষা অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে শেষ হয়েছে। যা ঘটেছে তা বাইরে একশ্রেণীর প্রতারক করেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এরা গুজব ছড়িয়ে ভুয়া প্রশ্ন বিক্রি করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আটক হয়েছে অনেকেই। এই অপকর্ম পরীক্ষার ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। তিনি জানান, আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে।

এর আগে গত ২৭ জানুয়ারি খাদ্য অধিদপ্তরের একটি নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তা বাতিল করা হয়।

পিরোজপুর : পিরোজপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার 'করতোয়া' নামের প্রশ্নপত্রের ফটোকপিসহ পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ কেন্দ্র থেকে দুই পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল নিয়োগ পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ কেন্দ্র থেকে কর্তব্যরত পরিদর্শক প্রশ্নপত্রের ফটোকপিসহ সবিতা রানী সমাদ্দার নামে এক পরীক্ষার্থীকে ধরে ফেলে। পরে একই কক্ষ থেকে সোনিয়া আক্তার নামে আরেক পরীক্ষার্থীকে কাগজে লেখা উত্তরসহ ধরে ফেলে। তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় হল সুপার ও কলেজ অধ্যক্ষ গণেশ চন্দ্র অধিকারী দুই পরীক্ষার্থী সুমিতা রানী সমাদ্দার ও সোনিয়া আক্তারকে বহিষ্কার করে পুলিশে দিয়েছেন। গণেশ চন্দ্র অধিকারী 'সংবাদ'কে জানান, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে পিরোজপুর জেলা প্রশাসক অনল চন্দ্র দাস জানান, আটককৃতদের বিরুদ্ধে শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

শিক্ষক : নিয়োগ পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়মিত মামলা দায়ের করে বিষয়টি তদন্ত করা হবে।

এদিকে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নিয়োগ পরীক্ষা শুরুর আগে প্রশ্নপত্র বণ্টনের সময় পিরোজপুর সরকারি কলেজের পরীক্ষা কন্ট্রোল রুম থেকে কলেজের এক শিক্ষক নেতার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তা পিরোজপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক কয়েকজন নেতার মাধ্যমে দ্রুত ফটোকপি হয়ে সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে যায়। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার হলে ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতাকে বিশেষ কয়েকজন কলেজ শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর লেখা কাগজ দিতে দেখা গেছে। অপরদিকে নিয়োগ পরীক্ষার 'গোলাপ' প্রশ্নপত্র সেটসহ তিনটি সেট প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে যাবার খবর পাওয়া গেছে। পরীক্ষার আগের রাতে একটি চক্র এ তিনটি প্রশ্নপত্রের সেট বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। সূত্র জানায়, প্রতিসেট প্রশ্নপত্র ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে উক্ত চক্রটি।

কুড়িগ্রাম : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ভুয়া প্রশ্ন ফটোকপি করার সময় শুক্রবার ভোররাতে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী ও নাগেশ্বরী উপজেলা থেকে ১১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ফুলবাড়ী থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুস সাত্তার জানান, উপজেলার বড়িবাড়ী বাজারের একটি ফটোকপির দোকান থেকে শুক্রবার ভোর ৬টার দিকে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা হলেন-ফুলবাড়ী উপজেলার বড়লই এলাকার প্রদীপ কুমার (৪০), হারুন অর রশীদ (৪০), ভাঙ্গামোড় আটিয়ামারীর আব্দুল হাকিম (৩৫), মমিনুল ইসলাম (৪০) ও নাজমুল হক (২৮), চন্দ্রখানা এলাকার খলিলুর রহমান (৩৫), কড়ভিটার আতাউর রহমান (৩০), নাগদহ গ্রামের জাহেদুল হক (৩৫) এবং কুড়িগ্রাম সদরের প্রসাদকালোয়া গ্রামের শফিকুল ইসলাম মিলন (৪০)। এছাড়া নাগেশ্বরী উপজেলা সদর থেকে গ্রেফতার হন মিজানুর রহমান (২৫) ও রায়গঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তারুল ইসলাম (৩০)।

গাইবান্ধা : গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলা শহরে বৃহস্পতিবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে বিক্রি করার অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলেন-উপজেলার জয়েনপুর গ্রামের মৃত আকবাস আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম, মোকছেদ আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম, জামালপুর গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের ছেলে কিবরিয়া ও হবিবুল্যাপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদ তালুকদারের ছেলে কামরুল ইসলাম। পরে পুলিশের সহকারী উপ পরিদর্শক (এএসআই) আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে পাবলিক পরীক্ষা আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।

সাদুল্যাপুর থানার ওসি আব্দুল জলিল জানান, উপজেলা শহরের গ্রামীণ ফোন সেন্টারের মালিক রফিকুল ইসলাম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার দোকান থেকে ফটোকপি করে আরিফুল ইসলাম ও কামরুল ইসলামের সহায়তায় চড়াদামে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রি করছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় জনগণ সাদুল্যাপুর থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে গ্রামীণফোন সেন্টারে অভিযান চালায়। পুলিশ ওই দোকান থেকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার শাপলা, ধানসিঁড়ি, জবা, গোলাপসহ বিভিন্ন সিরিজের ছয়সেট প্রশ্নপত্রের ফটোকপি উদ্ধার করে। এর সঙ্গে জড়িত রফিকুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম, কিবরিয়া ও কামরুল ইসলামকে ওই দোকান থেকে আটক করা হয়। পরে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী প্রশ্ন সরবরাহকারী কিবরিয়াসহ চারজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। আটক তিনজনকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার আটক করা প্রশ্নের সঙ্গে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নের মিল নেই। পরীক্ষার্থীদের প্রতারিত করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য এসব প্রশ্ন বিক্রি করা হয়।

পঞ্চগড় : বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া রোডের একটি ফটোকপির দোকান থেকে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নসহ একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পঞ্চগড়ের পুলিশ সুপার শাহরিয়ার রহমান জানান, একটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ খালেক সুপার মার্কেটের ওই দোকানে অভিযান চালায়। এ সময় চার সেট প্রশ্নসহ দোকান কর্মচারী মনিরকে গ্রেফতার করা হয়। তবে সকালে পরীক্ষা শুরুর পর আসল প্রশ্নের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। তিনি জানান, পঞ্চগড় বিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও গোলাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক এসব প্রশ্ন ফটোকপি করতে দিয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে মনির। ওই দুই শিক্ষককেও ধরার চেষ্টা চলছে।

ঠাকুরগাঁও : শুক্রবার ভোরে মাইক্রোবাসযোগে প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার কথিত প্রশ্নপত্র ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শিবগঞ্জ থেকে হরিপুর নিয়ে যাওয়ার পথে পীরগঞ্জ চৌরাস্তায় পুলিশের হাতে ১ সেট নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরসহ ৫ যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আটক যুবকরা হলো- হরিপুর উপজেলার তোররা গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আলী আকবর (৩৪), বকুয়া গ্রামের আনিসুজ্জামান (৩১), সাদেক আলী (৪০), ভবানন্দপুর গ্রামের সোহাগ (১৮) ও টেংরিয়া গ্রামের মাইক্রো ড্রাইভার বেলাল হোসেন (২৫)। আটক যুবকদের দেহ তল্লাশি করে পুলিশ গতকাল অনুষ্ঠিত প্রাইমারির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের আদলে কম্পিউটার কম্পোজকৃত ৮০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর সংবলিত ১ সেট প্রশ্ন উদ্ধার করেছে।

এ ব্যাপারে পীরগঞ্জ থানায় আটক ৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ ও প্রতারণা আইনে এএসআই রেজাউল ইসলাম বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন।

পুলিশ জানায়, উদ্ধারকৃত প্রশ্নপত্রের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কোন মিল পাওয়া যায়নি। আটক যুবকদের গতকাল বিকেলে ঠাকুরগাঁও জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।